রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৫, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০/ ০৭ আশ্বিন ১৪২৭

ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০

নং **৩০.০০.০০০০.০১৪.১৬.০০৩.২০১৮-২৬৪**—সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কৃষিকাজ ও কৃষির উন্নয়ন, আবহাওয়ার তথ্যাদি সংগ্রহ, পরিবেশ ও ফসলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, মশার ঔষধ বা কীটনাশক স্প্রে, বিভিন্ন প্রকার সার্ভের জন্য চিত্রধারণ, চলচ্চিত্র নির্মাণ, জরুরি সাহায্য প্রেরণ, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে মনুষ্যবিহীন আকাশযান (Unmanned Aerial Vehicle-UAV)/ মনুষ্যবিহীন বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Unmanned Aircraft System-UAS)/ দূর নিয়ন্ত্রিত বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Remotely Piloted Aircraft System-RPAS)/ ড্রোন (Drone) ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে বাংলাদেশেও ব্যক্তিগত/সরকারি/ বেসরকারি/ সামরিক/ বেসামরিক বিভিন্ন পর্যায়ে মনুষ্যবিহীন আকাশযান (Unmanned Aerial Vehicle-UAV)/ মনুষ্যবিহীন বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Unmanned Aircraft System-UAS)/ দূর নিয়ন্ত্রিত বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Remotely Piloted Aircraft System-RPAS)/ ড্রোন (Drone) -এর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে; এ ছাড়া, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত কাজে ড্রোনের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা/ নিরাপত্তা ভঙ্গ এবং জনসাধারণ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতির মতো অনৈতিক, বেআইনি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে এ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে বর্তমানে বাংলাদেশে এর আমদানি, ব্যবহার ও উড্ডয়ন অত্যন্ত সীমিত এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত; অপরদিকে মানবকল্যাণ, রাষ্ট্রীয় বহুবিধ উন্নয়ন/নিরাপত্তার কাজে ব্যবহারের প্রয়োজনে মনুষ্যবিহীন আকাশযান (Unmanned Aerial Vehicle-UAV)/ মনুষ্যবিহীন বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Unmanned Aircraft System-UAS)/ দূর নিয়ন্ত্রিত বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Remotely Piloted Aircraft System-RPAS)/ ড্রোনের নিবন্ধন ও উড্ডয়নের সুনিয়ন্ত্রিত অনুমোদন প্রদানের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি এবং এর নিবন্ধন, উড্ডয়ন, তৈরি ও সংযোজন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের অনুসরণের উদ্দেশ্যে ড্রোন (Drone) নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**—এ নীতিমালা 'ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০' নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়—

(ক) 'এয়ারক্র্যাফ্ট' অর্থ কোনো যন্ত্র যা বাতাসের প্রতিঘাত (ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নয়) দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভর করে ভাসতে পারে;

(খ) 'দূর-নিয়ন্ত্রক (Remote Pilot)/ড্রোন-চালক (Drone Operator)' অর্থ একজন ব্যক্তি, যিনি দূর থেকে ড্রোনের উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন করেন;

(গ) 'দূর-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Remote Pilot Station)' অর্থ এমন একটি স্টেশন যেখান থেকে দূর-নিয়ন্ত্রক (Remote Pilot)/ড্রোন-চালক (Drone Operator) কর্তৃক ড্রোন উড্ডয়নের কন্ট্রোলসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়;

(ঘ) 'নিষিদ্ধ এলাকা (Prohibited Area)' অর্থ রাষ্ট্রের ভূমি অথবা আঞ্চলিক জলসীমার উপরিভাগের কোনো সুনির্দিষ্ট আকাশসীমা যার অভ্যন্তরে যে কোনো বিমানের উড্ডয়ন নিষিদ্ধ;

(ঙ) 'বেবিচক' অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭-এর প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;

(চ) 'বেবিচক নির্ধারিত' অর্থ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জারিকৃত ANO, Circular, Instruction ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারিত;

(ছ) 'বিপজ্জনক এলাকা (Danger Area)' অর্থ সুনির্দিষ্ট কোনো আকাশসীমা যার অভ্যন্তরে কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিমানের উড্ডয়ন বিপজ্জনক;

(জ) 'বিনোদন' অর্থ সম্পূর্ণভাবে আমোদ-প্রমোদ, যেমন—গ্রুপ বা পার্সোনাল ফটোগ্রাফি; শিশু-কিশোরদের জন্য খেলনা হিসাবে ব্যবহার/প্রদর্শন; অপেশাদার হিসাবে পরিচালনা প্রশিক্ষণ; শৌখিনতাবশত চিত্তবিনোদন ইত্যাদি কারণে ড্রোন উড্ডয়ন করাকে বোঝাবে, যাতে জনসাধারণের জান-মাল ও গোপনীয়তা এবং রাষ্ট্রের সম্পদ বা গোপনীয়তা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়;

(ঝ) 'মনুষ্যবিহীন আকাশযান (Unmanned Aerial Vehicle-UAV)' অথবা 'মনুষ্যবিহীন বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Unmanned Aircraft System-UAS)' অথবা 'দূর নিয়ন্ত্রিত বিমান পরিচালন ব্যবস্থা (Remotely Piloted Aircraft System-RPAS)' অথবা 'ড্রোন' (অতঃপর এ নীতিমালায় সংক্ষিপ্তাকারে শুধু 'ড্রোন' নামে অভিহিত) বলতে একটি এয়ারক্র্যাফট এবং এটির উড্ডয়নের জন্য এর সঙ্গে সংযুক্ত উপাদানসমূহকে বোঝাবে যার অভ্যন্তরে কোনো পাইলটের উপস্থিতি ছাড়াই দূর থেকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হবে;

(ঞ) 'রাষ্ট্রীয়/সামরিক ড্রোন' অর্থ বাংলাদেশ সরকারের শৃঙ্খলা বাহিনী ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত ড্রোন;

(ট) 'সংরক্ষিত এলাকা (Restricted Area)' অর্থ রাষ্ট্রের ভূমি অথবা আঞ্চলিক জলসীমার উপরিভাগের কোনো সুনির্দিষ্ট আকাশসীমা যার অভ্যন্তরে বিমান চলাচল নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে সংরক্ষিত;

(ঠ) 'Air Navigation Order (ANO)' অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭-এর অধীন অ্যারোনটিক্যাল ও নন-অ্যারোনটিক্যাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেবিচক কর্তৃক জারিকৃত আদেশ;

(ড) 'BTRC (বিটিআরসি)' অর্থ Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission;

(ঢ) 'Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) Operation' অর্থ ড্রোন উড্ডয়ন করার সময় চালক/পরিচালনাকারী কর্তৃক দৃষ্টিরেখা/দৃষ্টিসীমার বাইরে রেখে First Person View (FPV) অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ড্রোন উড্ডয়ন করানো;

(ণ) 'First Person View (FPV)' অর্থ একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ড্রোন উড্ডয়ন/পরিচালনাকারী তার সম্মুখে স্থাপিত টিভি বা কম্পিউটার মনিটরে পাইলটের দৃষ্টিকোণ থেকে ড্রোনের চলমান গতিপথ ও এর আশেপাশের ছবি দেখতে পান;

(ত) 'Payload' অর্থ একটি ড্রোন পরিচালিত হওয়ার জন্য এর দ্বারা বহনকৃত বোঝা, যা প্রধানত বাহ্যিক সেন্সর (Sensor), স্টোরেজ (Storage), ব্যাটারি (Battery), গোলাবারুদের মতো জিনিস, যেগুলো ড্রোনটির উড্ডয়ন ও বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয়; এবং

(থ) 'Visual Line-of-Sight (VLOS) Operation' অর্থ ড্রোন উড্ডয়ন করার সময় চালক কর্তৃক উড্ডয়ন ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সর্বক্ষণ এবং সরাসরি দৃষ্টিরেখা ও দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখা।

৩। **নীতিমালার প্রয়োগযোগ্যতা**—(ক) এ নীতিমালা বেসামরিক পর্যায়ে ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়নের অনুমোদন প্রদান এবং উড্ডয়ন/পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য প্রযোজ্য হবে; এবং

(খ) এ নীতিমালাটি বাংলাদেশে প্রচলিত জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, প্রতারণা কিংবা অন্য কোনো প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান ইত্যাদি হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৪। **উড্ডয়নের অনুমতি প্রদানের সুবিধার্থে ব্যবহারের ভিত্তিতে ড্রোনকে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হলো**—

ক-শ্রেণি : বিনোদনের জন্য ব্যবহার

খ-শ্রেণি : শিক্ষা ও গবেষণার মতো অ-বাণিজ্যিক কাজে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহার;

গ-শ্রেণি : জরিপ (Survey), স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র নির্মাণ, পণ্য পরিবহণ-এর ন্যায় বাণিজ্যিক ও পেশাদার কাজে ব্যবহার; এবং

ঘ-শ্রেণি : রাষ্ট্রীয়/সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার।

৫। **ড্রোন অপারেশন জোন**—বিমান ও জনসাধারণের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ড্রোন অপারেশন জোনকে নিম্নোক্ত ৩ ভাগে বিভক্ত করা হলো এবং বেবিচক-এর Drone Apps-এ Geofencing-এর মাধ্যমে উক্ত জোনগুলো সুনির্দিষ্ট করা থাকবে—

(ক) গ্রিন জোন (কোনো প্রকার অনুমতির প্রয়োজন হবে না) :

(১) বিমানবন্দর/কেপিআই-এর ৩ কিলোমিটার বাইরে এবং ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার-এর কম দূরত্বে ৫০ (পঞ্চাশ) ফুটের (১৫.২৪) মিটার অধিক উচ্চতায় নয়;

(২) বিমানবন্দর/কেপিআই-এর ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার বাইরে এবং ১০০ (একশত) ফুটের (৩০.৪৮ মিটার) অধিক উচ্চতায় নয়।

(খ) ইয়োলো জোন (অনুমতি-সাপেক্ষে পরিচালনা) : সংরক্ষিত এলাকা (Restricted Area), সামরিক এলাকা (Military Area), ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা (Populated Area), জনসমাগমপূর্ণ এলাকা (Congested Area).

(গ) রেড জোন (বিশেষ অনুমতি-সাপেক্ষে পরিচালনা) : নিষিদ্ধ এলাকা (Prohibited Area), বিপজ্জনক এলাকা (Danger Area), বিমানবন্দর (Airport)/কেপিআই (KPI)/ বিশেষ কেপিআই (Special KPI).

৬। **ড্রোন আমদানি, তৈরি ও সংযোজন-ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশ আমদানি, তৈরি ও সংযোজন-এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করতে হবে—**

(ক) সরকারের আমদানি নীতিমালা অনুসারে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশ আমদানি অথবা ড্রোন তৈরি ও সংযোজনের কারখানা স্থাপন করতে হবে। ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) বেশি ওজনের ড্রোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা বিভাগের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। তবে খেলনা জাতীয় ড্রোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না;

(খ) ক, খ ও গ শ্রেণির জন্য ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) বেশি ওজনের ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে, আমদানির পূর্বেই, ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশের বিস্তারিত সুনির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) স্পেসিফিকেশন ও সংখ্যা উল্লেখসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে;

(গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র ইস্যুর ১ (এক) বছরের মধ্যে অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক ড্রোন/ড্রোন যন্ত্রাংশসমূহ আমদানি করা যাবে এবং আমদানি পরবর্তী সময়ের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্য কোনো নির্দেশনা থাকলে তা প্রতিপালন করতে হবে;

(ঘ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তির কপি ও অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের কপিসহ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রযোজ্য শুল্ক পরিশোধ করে ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) বেশি ওজনের ক, খ ও গ শ্রেণিভুক্ত ড্রোন আমদানি করা যাবে এবং এ সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তির মূলকপি ও অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের মূলকপি প্রদর্শনে আমদানিকারী বাধ্য থাকবে; এবং

(ঙ) ড্রোন তৈরি ও সংযোজনের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে ড্রোনের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন উল্লেখসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে এবং অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের বাইরে নতুন স্পেসিফিকেশনের ড্রোন তৈরির ক্ষেত্রেও পুনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

৭। **ড্রোন নিবন্ধীকরণ**—(ক) 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ড্রোন বেবিচক-এর ANO-তে নির্ধারিত ফর্মে ও পদ্ধতিতে আবেদন করে বেবিচক-এর নিকট হতে ড্রোনের নিবন্ধন/পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করতে হবে;

(খ) 'ক' শ্রেণির ড্রোন ১০০ (একশত) ফুটের (৩০.৪৮ মিটার) বেশি উচ্চতায় উড্ডয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন হলে অথবা ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) বেশি ওজনের হলে উক্ত ড্রোনের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক;

(গ) ড্রোন নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি বেবিচক-এর নিকট দাখিল করতে হবে—

(১) ড্রোন ব্যবহারের উদ্দেশ্য;

(২) স্পেসিফিকেশনের কপি;

(৩) ড্রোন ক্রয়ের রশিদ;

(৪) বিটিআরসি-এর প্রত্যয়নের কপি;

(৫) আবেদনকারীর ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি;

(৬) মোবাইল ফোন নম্বর;

(৭) ড্রোন উড্ডয়নকালে সৃষ্ট যে-কোনো অযাচিত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনা;

(৮) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্যক্ষেত্রে); এবং

(৯) বেবিচক-এর চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্য।

(ঘ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, ও বেবিচক তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'অনাপত্তি' / প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ, নিবন্ধন ও উড্ডয়নের অনুমতি প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করবে।

(ঙ) ড্রোন উড্ডয়নকালে সৃষ্ট যে-কোনো অযাচিত জরুরি পরিস্থিতি, যেমন : ড্রোনের ব্যাটারি/ উড্ডয়নের শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া, ড্রোনটি নিয়ন্ত্রণসীমার বাইরে চলে যাওয়া, ড্রোনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা, অনিচ্ছাকৃত কারণে কোনো প্রাণি সম্পত্তির জন্য হুমকি/ক্ষতির সম্ভাবনা ইত্যাদি সৃষ্টি হলে তা মোকাবিলার জন্য লিখিত পরিকল্পনা থাকতে হবে।

(চ) 'ক' {৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) ঊর্ধ্বে}, 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ড্রোনের ফ্রিকোয়েন্সি অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার (রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, স্যাটেলাইট ও এভিয়েশন) জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নয় মর্মে বিটিআরসি-এর প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হবে।

৮। **ড্রোন উড্ডয়নের সাধারণ শর্তাবলী**—(ক) 'ক' শ্রেণির অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) অথবা ১০০ (একশত) ফুটের (৩০.৪৮ মিটার) কম উচ্চতার উড্ডয়ন সক্ষম ড্রোন বিনোদন হিসাবে গ্রিন জোন-এ অনুমতি ব্যতিত উড্ডয়ন করা যাবে; তবে 'ক' শ্রেণির ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) ঊর্ধ্বে অথবা ১০০ (একশত) ফুটের (৩০.৪৮ মিটার) বেশি উচ্চতায় উড্ডয়ন সক্ষম ড্রোন গ্রিন জোন-এ উড্ডয়নের ক্ষেত্রে বেবিচক নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে অনুমতি- সাপেক্ষে উড্ডয়ন করা যাবে;

(খ) 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ড্রোন যে কোনো জোন-এ বেবিচক নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে অনুমতি সাপেক্ষে উড্ডয়ন করা যাবে;

(গ) 'ঘ' শ্রেণি ব্যতীত যে কোনো শ্রেণির ড্রোন ইয়েলো ও রেড জোন-এ উড্ডয়নের ক্ষেত্রে বেবিচক নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে উড্ডয়ন করতে হবে;

(ঘ) 'ঘ' শ্রেণি ব্যতীত সকল শ্রেণির ড্রোন উড্ডয়নের সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বেবিচক কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

(ঙ) বেবিচক-এর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত, 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ড্রোন রাতে (সূর্য অস্ত ও উদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে) পরিচালনা করা যাবে না;

(চ) ড্রোন উড্ডয়ন/পরিচালনার বিষয়টি সরকারি/বেসরকারি সম্পত্তি, ব্যক্তি/রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার জন্য হুমকি কিংবা ক্ষতির কারণ হতে পারবে না;

(ছ) গ্রিন জোন ব্যতীত সকল শ্রেণির ড্রোন উড্ডয়ন কার্যক্রম স্থান ও সময়সূচি উল্লেখপূর্বক আকাশ প্রতিরক্ষা পরিচালনা কেন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ করে এবং বেবিচক কর্তৃক প্রণীত ANO অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে হবে;

(জ) এ নীতিমালায় নির্ধারিত নির্দিষ্ট শ্রেণির ড্রোন বেবিচক-এর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিবন্ধিত হবে এবং এ লক্ষ্যে বেবিচক প্রতিটি ড্রোনের জন্য একটি নিবন্ধন নম্বর বা পরিচিতি নম্বর (Identification Number) প্রদান করবে এবং বেবিচক-এর ইলেকট্রনিক তথ্য ভাণ্ডারে তা সুরক্ষিত থাকবে;

(ঝ) নিবন্ধন নম্বর বা পরিচিতি নম্বর (Identification Number) নিবন্ধিত ড্রোনের গায়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ও রঙে ড্রোন ব্যবহারকারী ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান নিজস্ব দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করবে;

(ঞ) ড্রোন উড্ডয়নের ক্ষেত্রে চালকের যোগ্যতা এবং অনুসরণীয় নির্দেশনাসমূহ বেবিচক কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

(ট) বিশেষ অনুমতি ব্যতীত, ভিভিআইপি-এর সভা/সমাবেশ স্থানের ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিন আগে থেকে 'ঘ' শ্রেণি ব্যতীত সকল শ্রেণির ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ থাকবে;

(ঠ) যে কোনো খোলা স্থানে, সভা/সমাবেশ ও জাতীয়/আন্তর্জাতিক খেলা/ইভেন্ট চলাকালীন উক্ত স্থানের ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারের মধ্যে, শুধু উক্ত সভা/সমাবেশ ও জাতীয়/ আন্তর্জাতিক খেলা/ইভেন্ট-এর জন্য, 'ঘ' শ্রেণি ব্যতীত সকল শ্রেণির ড্রোন উড্ডয়নের ক্ষেত্রে বেবিচক কর্তৃক প্রণীত ANO অনুসরণ করতে হবে;

(ড) ড্রোন উড্ডয়নকালে বেবিচক কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনের কপি ড্রোন চালক সার্বক্ষণিকভাবে নিজের সঙ্গে রাখবেন এবং বেবিচক, অভ্যন্তরীণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি নিরাপত্তা/গোয়েন্দা সংস্থাকে প্রদর্শনে বাধ্য থাকবেন;

(ঢ) বেবিচক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয়, জননিরাপত্তা, ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা, উড্ডয়ন সুরক্ষা, যে কোনো প্রকার সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সিভিল এভিয়েশনের স্বার্থে এবং বেবিচক নির্ধারিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হলে যে কোনো অনুমোদন যে কোনো সময় বাতিল করার ক্ষমতা বেবিচক সংরক্ষণ করবে;

(ণ) অবকাঠামো, গাছপালা, ফসল, জনগণ ও যানবাহনের অবস্থান/চলাচল এবং বিমান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা এসবের জন্য কোনো প্রকার হুমকির সৃষ্টি হয় এমনভাবে উড্ডয়ন করা যাবে না; জনসমাগমের স্থান, যানবাহন চলাচলের স্থান, বাজার/ বাণিজ্যিক এলাকা, আবাসিক ভবন বা এলাকা, অফিস-আদালত হতে সবসময় ৩০ (ত্রিশ) মিটারের বাইরে উড্ডয়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানা/জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ও বেবিচক-এর অনুমতি-সাপেক্ষে এসব এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন করা যেতে পারে;

(ত) গ্রিন জোন ব্যতীত যে কোনো কেপিআই (KPI)/বিশেষ কেপিআই (Special KPI) (বিমানবন্দর ব্যতীত)-এর ৩ (তিন) কিলোমিটারের মধ্যে ড্রোন পরিচালনার জন্য কেপিআই ((KPI)/বিশেষ কেপিআই (Special KPI)-সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং অনুরূপভাবে যে কোনো বিমানবন্দরের ৩ (তিন) কিলোমিটারের মধ্যে (গ্রিন জোন ব্যতীত) ড্রোন পরিচালনার জন্য বেবিচক ও বিমানবন্দরের পরিচালক/ ব্যবস্থাপকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(থ) ড্রোন অপারেশনের কারণে জনসাধারণের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যে কোনো প্রকার ক্ষতি অথবা গোপনীয়তা ভঙ্গের জন্য ড্রোন চালক ও চালকের নিয়োগকারী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দায়ী থাকবেন এবং দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য হবেন;

(দ) যে কোনো শ্রেণির ড্রোন যদি কোনো পূর্বানুমতি ছাড়া উড্ডয়ন করে বা নিরাপত্তা/ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায়, তবে আকাশ প্রতিরক্ষা পরিচালন কেন্দ্র প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উক্ত ড্রোন প্রতিহত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে; এতৎসত্ত্বেও যে কোনো কেপিআই (KPI)/বিশেষ কেপিআই (Special KPI), নিজ নিরাপত্তার জন্য আকাশ প্রতিরক্ষা পরিচালন কেন্দ্রের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র ড্রোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে; এবং

(ধ) বাংলাদেশস্থ কোনো বিদেশি মিশনে কর্মরত ব্যক্তি/কূটনীতিক কর্তৃক ড্রোন উড্ডয়নের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বেবিচক বরাবর আবেদন করতে হবে।

৯। **বেবিচক কর্তৃক ড্রোন উড্ডয়নের অনুমোদন প্রদান**—(ক) বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগের সঙ্গে তথ্য বিনিময়/সমন্বয়—

নিম্নোক্ত বিভাগ/সংস্থাসমূহের অনাপত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণপূর্বক বেবিচক কর্তৃক প্রতিটি আবেদনের বিপরীতে আলাদা আলাদাভাবে অনুমোদন প্রদান করার পর অনুমোদনের কপি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হবে—

(১) আকাশ প্রতিরক্ষা পরিচালন কেন্দ্র

(২) সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

(৩) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা

(৪) বিমান গোয়েন্দা পরিদপ্তর

(৫) পুলিশ সদর দপ্তর/পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ

(৬) বর্ডার গার্ড সদর দপ্তর (বর্ডারের ১৮.৬ কিলোমিটারের মধ্যে অপারেশন পরিচালিত হলে)।

(খ) বেবিচক-এর অনুমোদনপত্রে বর্ণিত তারিখের মধ্যে উড্ডয়ন করা না হলে পুনরায় একই পদ্ধতিতে আবেদন ও অনুমোদন গ্রহণ/প্রদান করতে হবে।

(গ) যে কোনো প্রাণী বা সম্পত্তির গোপনীয়তা/নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এবং উড্ডয়নকারী এ নীতিমালা কিংবা বেবিচক নির্ধারিত শর্ত প্রতিপালনে সক্ষম না হলে ড্রোন উড্ডয়ন/পরিচালনা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ রাখতে হবে ও বেবিচক-কে অবগত করতে হবে।

(ঘ) সম্ভাব্য যে কোনো জটিলতা এড়াতে ড্রোন চালক (ক শ্রেণি ও Green Zone ব্যতীত), ড্রোন উড্ডয়নের পূর্বে নিজ দায়িত্বে স্থানীয় থানাকে ড্রোন উড্ডয়নের বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করবে।

(ঙ) ড্রোন উড্ডয়ন অনুমোদন প্রদানের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৯(ক) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহ নিজ সংস্থায় একটি ড্রোন উড্ডয়ন সমন্বয় সেল স্থাপন করবে; উক্ত সেলের দূরালাপনী ও ই-মেইল ঠিকানা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে উল্লেখের ব্যবস্থা রাখবে এবং উক্ত ড্রোন সেল স্ব স্ব সংস্থা/বাহিনীর পক্ষ থেকে ড্রোন পরিচালনা/উড্ডয়নের তথ্যাদি সমন্বয় করবে।

১০। **'ক' শ্রেণির অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কেজির (Payload-সহ) অথবা ১০০ (একশত) ফুটের (৩০.৪৮ মিটার) কম উচ্চতায় উড্ডয়ন সক্ষম ড্রোন বিনোদন হিসাবে উড্ডয়ন ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ড্রোন চালকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা—**

(ক) বয়সসীমা সর্বনিম্ন ১৮ (আঠারো) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এসএসসি বা সমমানের পাস হতে হবে;

(খ) বেবিচক নির্ধারিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ/যোগ্যতা/লাইসেন্স থাকতে হবে এবং যে আকাশসীমায় ড্রোন উড্ডয়ন করবে সে আকাশসীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও হালনাগাদ তথ্যাদি (Aeronautical Information) সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং এসকল তথ্য বেবিচক-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত Aeronautical Information Publication (AIP) of Bangladesh-এ পাওয়া যাবে;

(গ) আকাশে উড্ডয়নকারী এয়ারক্র্যাফ্ট ও ড্রোনের মধ্যে সর্বনিম্ন নিরাপদ (অনুভূমিক/পাশাপাশি ও উল্লম্ব) দূরত্ব সম্পর্কে বেবিচক প্রদত্ত নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা এবং জরুরি অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে;

(ঘ) ড্রোন চালক শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ অবস্থায় ড্রোন পরিচালনা করবেন ও এ ব্যাপারে বেবিচক নির্ধারিত শর্ত/নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে; এবং

(ঙ) ড্রোন চালক কোনো ড্রাগস্ (যা শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে এমন) ব্যবহারের ৮ (আট) ঘন্টার মধ্যে কোনো ড্রোন নিজে উড্ডয়ন/পরিচালনা বা উড্ডয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন না।

১১। **ড্রোন চালকের প্রত্যয়ন (Drone Operator Certification)**—বেবিচক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রোন চালক ড্রোন উড্ডয়নের সার্টিফিকেট/প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করবেন।

১২। **বেবিচক কর্তৃক ANO, Circular, Instruction ইত্যাদি জারি**—এ নীতিমালার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য, এ নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেবিচক ANO, Circular, Instruction ইত্যাদি জারি করতে পারবে।

১৩। **অননুমোদিতভাবে ড্রোন উড্ডয়নের শাস্তি**—(ক) বেবিচক, পুলিশ ও অন্য যে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট কোনো এলাকায় এ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কিংবা বেবিচক-এর পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে ড্রোন উড্ডয়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে পুলিশ স্ব-উদ্যোগে অথবা পুলিশের সহযোগিতায় বেবিচক অথবা অন্য যে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ড্রোন উড্ডয়ন বন্ধসহ উড্ডয়নকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) এবং বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(খ) অননুমোদিতভাবে ড্রোন উড্ডয়নকারী এ নীতিমালা অথবা বেবিচক-এর শর্ত ভঙ্গ করে উড্ডয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা/গোপনীয়তা, জননিরাপত্তা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা/ গোপনীয়তা এবং বিমান চলাচলের নিরাপত্তা/সুরক্ষা ভঙ্গকারী চালক/নিয়োগকারী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) এবং বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবেন; এবং

(গ) ড্রোন উড্ডয়নের কারণে জনসাধারণ ও প্রাণীর জীবন; জনসাধারণের সম্পত্তি ও গোপনীয়তা এবং রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগে দেশের প্রচলিত আইনে দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিচারযোগ্য এবং দণ্ডনীয় হবে এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

১৪। **বিভিন্ন সংস্থার প্রস্তুতি**—এ নীতিমালা কার্যকরের উদ্দেশ্যে বেবিচক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা স্ব স্ব অনুমোদন/ প্রত্যয়ন/অনাপত্তি প্রদানের পদ্ধতি নীতিমালা জারির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রস্তুত করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ নিজস্ব পন্থায় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা করবে।

১৫। **বিবেচনামূলক ক্ষমতা**—এ নীতিমালার পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে যা কিছুই থাকুক না কেন, বেসামরিক বিমান চলাচল, রাষ্ট্রীয় এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে অথবা অন্য কোনো কারণে সরকার যে কোনো সময়ে যে কোনো বেসামরিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়নের অনুমোদন মঞ্জুর/বাতিল/প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**—এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে ড্রোন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে জারীকৃত সার্কুলার রহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও এ নীতিমালা কার্যকর হবার পূর্ব পর্যন্ত বৈধভাবে আমদানিকৃত ড্রোন ও বেবিচক কর্তৃক প্রদত্ত ড্রোন উড্ডয়নের অনুমতি এ নীতমালার আলোকে প্রদানকৃত মর্মে গণ্য হবে; তবে নীতিমালা কার্যকরের পর উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে ও নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রযোজ্য শ্রেণির ড্রোনের ক্ষেত্রে বেবিচক-এর নিকট হতে নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহিবুল হক
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd